# উত্তরণ

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৩

NARI-O-SHISHU KALYAN KENDRA • 1979 •

আমাদের অধিকার • আমাদের আওয়াজ
PACS
Our rights • Our voice

## -ঃ সম্পাদকীয় ঃ-

বর্তমান সময়ে অভাবনীয় অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৈষম্য, আমাদের দেশ ও রাজ্যেও ব্যতিক্রম নয় । গড় বৃদ্ধির আড়ালে ভরা নানান খানাখন্দ; সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলি (মুসলমান, আদিবাসী, দলিত) আর্থ - সামাজিক মানদণ্ডে অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ পাওয়ার অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতিতে আজও পিছিয়ে । এর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য ও অবহেলা গভীর । নারীর প্রতি হিংসা বিশ্বের দরবারে আমাদের লজ্জায় ফেলে।

আশার আলো সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলি আধিকারের দাবিতে সরব । গণসক্রিয়তার ফলও দেখা যাচ্ছে; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা কাজ পাচ্ছেন, স্বাস্থ্য বিমার সুযোগ নিচ্ছে, জননী সুরক্ষার ১০০০ টাকা দাবি করছে সদ্য যাঁরা মা হয়েছেন । অথবা মেয়েরা বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে । নানান বাঁধা কাটিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরাই 'উত্তরণ' এর মূল উদ্দেশ্য । আপনাদের মতামত আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে ।

## দরিদ্রতম এলাকার নাগরিক সমাজ প্রকল্প (POOREST AREAS CIVIL SOCIETY PROGRAMME)

হাওড়া জেলার বাউড়িয়া থানার অর্ন্তগত খাসখামার গ্রামে সম্পূর্ন মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নাম নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্র। দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর মহিলা কিশোর, কিশোরী ও শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে।

নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্র গত ২০১১ থেকে আগামী ২০১৫ পর্যন্ত সমাজের মূলস্রোত থেকে বহিস্কৃত মানুষদের (তপশিলী জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়, মা শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) স্বাস্থ্য, জীবন জীবিকা, ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি জেলা (মুর্শিদাবাদ, উত্তরদিনাজপুর ও দক্ষিন দিনাজপুর) ৬৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৪২৮ টি গ্রামে PACS (Poorest Areas civil society programme) আমাদের আধিকার ও আমাদের আওয়াজ এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে DFID এর উদ্যোগীকৃত এবং IFIRST consortium এর সহযোগিতায়। বিশেষ করে সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলিম ও পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলা তাদের অধিকার ও সরকারী সুযোগ সুবিধা এবং তাদের প্রয়োজনের কথা সঠিক জায়গায় পৌছানোর উদ্দেশ্যেই তিনটি জেলায় প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ৪৫ জন কর্মী কাজ করে চলেছে। মূলত জোর দেওয়া হয়েছে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন জীবিকার অধিকারকে। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কাজের তালিকা যেমন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ তৈরী করে তাদের মধ্যে থেকে স্বাধীকার গঠন করা। এই সমস্ত মহিলারা যাতে তাদের অধিকার নিয়ে গ্রাম সভাতে তুলতে পারে তার জন্য মহড়া গ্রাম সভা তৈরী করে তাদের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প যেমন MGNREGA, জননী সুরক্ষা যোজনা, রাস্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা, পারিবারিক হিংসা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা, মিড ডে মিল, বিপর্যয় মোকাবিলা ও তথ্যের অধিকার সমন্ধে তাদের সচেতন করে সঠিক জায়গায় সুযোগ যাতে আদায় করে নিতে পারে তার জন্য নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের কর্মীরা সক্রিয় ভাবে কাজ করে চলেছে। সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে ও advocay মিটিং এর মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে কাজের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে সরকারী দপ্তরের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরী করা হয়েছে। শুধু তাই নয় জনগনকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন দেওয়াল লিখন, পটচিত্র, ভিডিও এবং মিডিয়ার মাধ্যমে কাজ করছে। বিগত দু বছর ধরে অচিরেই গ্রামে গ্রামে জনগনের উত্তরনে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে এই সংস্থা।

## রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা নিয়ে আমরা তিনটি জেলায় বিশেষভাবে কাজ করছি। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনার স্টেট নোডাল এজেন্সির সঙ্গে দরিদ্রতম জনগনের জন্য নাগরিক সমাজ প্রকল্পের একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে দরিদ্রতম জনগনের জন্য নাগরিক সমাজ প্রকল্পের অন্যান্য পার্টনার সংস্থা গুলি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা সম্পর্কে সাধারন মানুষকে সচেতন করে চলেছে এছাড়া এই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা ব্যবহার করে কিভাবে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবনের মান উন্নয়ন করতে পারে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা যেমন, বিপিএল তালিকা ভুক্ত ও ১০০ দিনের কাজ ১৫ দিন করা ব্যাক্তিরা ৩০ টাকার বিনিময়ে এই কার্ড করাতে পারে। এই কার্ডে ৩০০০০ টাকার চিকিৎসার সুবিধা পাবে। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় নথিভুক্তি যাতে বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পায় তার জন্য আমরা বিশেষভাবে প্রচার চালাচ্ছি। দলের মহিলাদের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার প্রশিক্ষন দিয়ে তাদের সচেতনতার কাজে লাগানো হচ্ছে। এছাড়া তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার ফিল্ম দেখানো হচ্ছে এবং স্কুলে স্কুলে সচেতনতা শিবির, দেওয়াল লিখন ও পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রাচীন শিল্প পটচিত্রের মাধ্যমেও সাধারন মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

## তিন জেলার প্যাক্স প্রোজেক্ট সমাচার

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদের তিনটি ব্লক লালগোলা, ভগবানগোলা - ২ ও সামসেরগঞ্জ ব্লকের মোট ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েত উত্তর দিনাজপুরের তিনটি ব্লক ইসলামপুর, গোয়ালপোখর ১ & ২ এর ৩২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও দক্ষিন দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ও হরিরামপুর ব্লকের ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কাজ চলছে । সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা বিষয়ে সচেতন করে সঠিক তথ্যের মাধ্যমে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই হল PACS এর উদ্দেশ্য।

*উপরিক্ত জেলা ও ব্লক এর অর্থনৈতিক, সাম্যাজিক পরিকাঠামো খুবই নিম্নস্তরের ।* বন্যার কারনে চাষযোগ্য জমিতে ও ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছেনা। মুর্শিদাবাদ *জেলার একমাত্র উপার্জনক্ষম শিল্প হল বিড়ি শিল্প । বেঁচে থাকার তাগিদে* এই এলাকার ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরাও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ফলে বহু শিশুরাই শিক্ষা গ্রহনে বঞ্চিত । লেখাপড়া শিখতে গেলে পরিবারের অর্থের যোগান কমে যায়, তাই বিড়ি শিল্পের শিশু শ্রমিকরা শিক্ষা দীক্ষা ছাড়া ও তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ও অবহেলিত। এই এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ন উদাসীন।

উপরিলিখিত পিছিয়ে পড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের ১০০ দিনের কাজের সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারনাই ছিল না। তারা কি ভাবে জব কার্ড সংগ্রহ করবে? কি ভাবে সঠিক মজুরি পাবে কিছুই জানতো না । তাঁদের কর্মস্থলে পানীয়জল, ছায়ার ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকার কথা এ সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল ছিল না। কাজের আবেদন করে তার Receive copy নিতে হয় তাও তাঁরা জানতেন না। দরখাস্ত করে যে কাজ পাওয়া যায় এই ধারনাও তাঁদের ছিলনা । কত মাটি কাটলে কত টাকা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে ও তারা ছিলেন অজ্ঞ। পঞ্চায়েতে কোন খাতে, কোন কাজের জন্য কত টাকা পাওয়া যায়, কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা জানার উপায় তথা জানার অধিকার সম্পর্কে কোনো ধারনাই ছিল না।

## শিক্ষার প্রয়োজন

শিক্ষা আমাদের জন্মগত অধিকার শোনো ভাই,
ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের শিশুর শিক্ষা দেওয়া চাই,
মুখে বললে হবে না কাজ করে দেখাতে হবে ওরে ভাই
সব শিশুরা হলে শিক্ষিত সমাজ জাগবে তাই।
তাই বলি ওগো গ্রামবাসী শোনো শোনো সর্বজন,
সকল সন্তানের শিক্ষা গ্রহন অতি প্রয়োজন
সন্তানরা শিক্ষিত হলে পিতামাতার গর্ব হয়,
*রকবাজরা তাকে দেখে ভয়েতে পালায় ।*
সমাজে অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার অশিক্ষা ছড়ায়
শিক্ষার আলো এই সব অন্ধকার তাড়ায়।
ঘরে ঘরে সবাই শিখলে পড়া, মূর্খতা যাবে মুছে।
সন্তান শিক্ষিত হলে দুঃখ যাবে ঘুচে।
সব মিলে করো পন সন্তানদের শিক্ষার দাও মন
আমাদের প্যাক্স এর পথ চলা হবে সুগম
ওগো সুজন।

বর্তমানে নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের পরিচালনায় PACS Programme এর ফলে তারা এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। তাদের অধিকার সম্পর্কে জনগোষ্ঠী সচেতন হয়েছে। তারা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে শিখেছেন। বর্তমানে তাদের কিছু কিছু কর্মস্থলে পানীয় জলের ছায়ার ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হয়েছে। যে কোনো সময় তাঁরা কাজের আবেদন করতে পারছে। সঠিক মজুরি পাওয়ার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলেছেন। এলাকার মানুষের মধ্যে সাড়া জেগেছে। তারা সরকারী অফিসে গিয়ে তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন।
এছাড়া গর্ভবতী মায়েরা সি.আই.জি. (CIG) ও আমাদের ফিল্ড সুপারভাইজারের মাধ্যমে জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY) এর সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারছে। স্কুল ছুট ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকরা মনোযোগ দিয়ে তাদের আবার স্কুলের আঙিনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে এলাকায় উন্নয়নের জন্য একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে। নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের PACS Programme এলাকার জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার জন্য আরো দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা এবং কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন। এলাকার মানুষ সচেতন হলে, তাঁদের অধিকার তাঁরা ছিনিয়ে নিতে পারবে, কেউ কাউকে অধিকার বিলিয়ে দেয় না। নিজেদের অধিকার নিজেদের ই আদায় করে নিতে হবে।

## অধিকারের দাবী - মানা সরকার ও ভারতি মাহাতো'র

পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জেলা গুলোর মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর অন্যতম। উন্নয়নের সমস্ত সূচকের নিরিখে অন্য জেলার থেকে এই জেলা বেশ পিছিয়ে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্ম সংস্থানের বেহাল ছবি। কৃষি নির্ভর এ জেলায় কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি নানান কারণে; বিভিন্ন সময়ে জেলা ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে সঠিক পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। জেলার অসংখ্য মানুষকে কাজের তাগিদে শহরের দিকে পাড়ি দিতে হয়। ভিন রাজ্যে কাজের কিছু সুযোগ থাকলেও, বেশির ভাগ কাজ অসংগঠিত ক্ষেত্রে। অনেক ঝুঁকি থাকে। এই ঘাম ঝরানো শ্রমিকদের কোন সামাজিক সুরক্ষা না থাকায় দুর্ঘটনায় পরিবার গুলো বিপদগ্রস্থ হয়।
খেটে খাওয়া মানুষ বছরের একটা সময় কর্মহীনতা, অন্নহীনতা থেকে বাঁচানোর জন্য ২০০৬ সালে মহাত্মা গাঁন্ধি গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প শুরু হয়। এই প্রকল্পের মহান উদ্দেশ্য থাকলেও, একটা ক্ষুদ্র অংশই এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পেরেছিল, তার মধ্যে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নাম মাত্র। ১০০ দিনের কাজে সরকারি নিষ্ক্রিয়তা, নিস্পৃহতা ও দুর্নীতির খবর আমরা অহরহ শুনতে পাই।
১০০ দিনের কাজ গ্রামীণ মানুষের আইনি অধিকার হলেও, রূপায়নে অসংখ্য ফাঁক-ফোকোর আছে। আইন সমপর্কে পিছিয়ে পড়া দক্ষিণ দিনাজপুর পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলিতে বিস্তর অজ্ঞতা। ২০১১ - ১২ পুওরেষ্ট এরিয়া সিভিল সোসাইটি সাপোর্ট প্রোগ্রামের আওতায় নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্র সচেতনতা বাড়াতে নানান কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১০০ দিনের কাজ যে একটা আইনি অধিকার তা অনেকের জানা ছিল না। আবার অধিকার থাকলেই তা সহজলভ্য নয়, এটাও সরল সত্য। অধিকার বাড়িতে বসে অর্জন করা যাবে না, অধিকার দাবি করতে হবে, এ কথাগুলো বোঝাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রকে। সেই লক্ষে এলাকার মেয়েদের নিয়ে দল গঠনে উদ্যোগী হলেন।
বংশীহারী ব্লকের মহা বাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের রহিমপুর গ্রামে দলের সচেতনতা শিবিরে মানা সরকার, হাগো সরকার, ভারতী মাহাতো প্রথমে জানতে পারে বছরের যে কোন সময়ে কাজ চাইতে পারে এবং জব কার্ডের জন্য চাইলেই আবেদন করতে পারে। নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের ফিল্ড কর্মী আভা সরকারের কাছ থেকে এ তথ্য জানতে পেরে, গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে মেয়েরা পঞ্চায়েতে হাজির হয় এ বছরের একেবারে শুরুতে। পঞ্চায়েতে জানতে পারে ২০০৭ সাল থেকে তাঁদের নামে জব কার্ড আছে অথচ কার কাছে কার্ডগুলি আছে সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় নি। প্রধানের পরামর্শ অনুসারে, ২২শে জানুয়ারী বংশীহারী থানায় জিডি করা, ২৪শে জানুয়ারী হাতে কার্ড পান মানা সরকার, হাগো সরকার, ভারতী মাহাতোরা। ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে জব কার্ড পাওয়ার প্রথম ধাপ। নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের সহযোগিতায় গোষ্ঠীবদ্ধ মেয়েরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, আর বাড়ছে তাঁদের সক্ষমতা। কাজের দাবিতে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হলে, কাজ না দিয়ে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন হবে পঞ্চায়েতের - এই বোধটাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

## স্বাস্থ্যই সম্পদ

স্বাস্থ্যই সম্পদ মানুষের জেনো সর্বজন।
সংসার সুখী হয় যেমন রমনীর গুনে
স্বাস্থ্যবতী নারীরা সুখি হয় নিজগুনে।
গর্ভবতী মা কিংবা অপুস্ট শিশু যদি হয়।
অযত্নের ফলে জেনো জীবন সংশয় হয়।
তাই বলি কাছাকাছি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাও
গর্ভবতী মায়ের নাম নথিভুক্ত করাও
বিপিএল কার্ড থাকলে জননী সুরক্ষা পায়
সেই সাথে তিন চেকআপ ও মাতৃ যান।
প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হলে মায়ের বিপদ নাই।
এতসব সুখবর আমরা ঘরে বসে পাই।
নারী ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের উদ্দেশ্য তাই
সফল হবে ভাই।

## তের বছর কন্যার বিয়ে রদ করল আমাদেরই এক স্বেচ্ছাসেবক

বিয়ের সব আয়োজন সারা । দু'ই বাড়িতে খুশির মেজাজ । বিউটির মন খারাপ: এখন তার খেলার, পড়ার ও আনন্দ করার বয়স । তাকে কি না কাল থেকে সংসারের হেঁশেল সামলাতে হবে । ভগোবানগোলা - ২ ব্লকের দেবাইপুর গ্রামের বাসিন্দা বিউটির বয়স ১২ বছর ১১ মাস, আর বিয়ে হবে দ্বিগুন বয়সী ছেলের সঙ্গে একথা ভেবেই শঙ্কিত । বিয়ের দিন কানঘুসো বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশি কয়েক ঘরে । বিউটির প্রতিবেশি, এন এস কে কে'র স্বেচ্ছাসেবক বিয়ের খবর জানতে পেরে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে । এ বিয়েতে বিউটি অ-রাজি এও জানতে পারে । স্বেচ্ছাসেবক দেরি না করে সংগঠনের জেলা কো-অর্ডিনেটরকে বাল্য বিবাহ হতে যাচ্ছে এর বিস্তারিত বিবরণ জানায় । জেলা কো-অর্ডিনেটর তৎপরতার সঙ্গে রাণীতলা থানা, ভগোবানগোলা - ২ এর বিডিও, ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রটেকশন অফিসারকে ঘটনা ফোন করে জানান হয় ।

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন - কম বয়সে বিয়ে অর্থাৎ ১৮ বছরের কমবয়সের মেয়ে ও ২১ বছরের কমবয়সী ছেলের যদি বিয়ে দেন তাহলে সেটা আইনত অপরাধ । তাতে জেল এবং জরিমানা দুই হবে । তিনি আরো বলেন কম বয়সে বিয়ে দিলে আপনার মেয়ের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । কারণ তার শরীরের পূর্ণতা সম্পূর্ণ হয় না । সুতরাং আপনারা বিয়েটা বন্ধ করুন । থানাতেই উভয় পক্ষই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কথায় সম্মতি দিয়ে বিয়েটি বন্ধ করে দেন ।

তিনি সেই সঙ্গে আরো বলেন - ''আমাদের সবাইকে এক সাথে মিলে আরো বেশি করে কম বয়সে বিয়ে যাতে না হয় তারজন্য গ্রামে গ্রামে সচেতনতা শিবির বাড়াতে হবে বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে । এই কাজের জন্যে এন.এস.কে.কে. এবং ঐ স্বেচ্ছাসেবককে সাধুবাদ জানান তিনি ।

ভগবানগোলা - ২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক তিনিও ঘটনাটি শুনে খুশি হন এবং আগামী দিনে এই ধরনের কাজে সহযোগীতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন ।

আসুন আমরা সবাই মিলে এই রকম হাজার বিউটি খাতুনকে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার দিই ।

## জননী সুরক্ষা যোজনা

জন্ম দেন যিনি তিনি হলেন জননী,
সরকার তাঁকে সুরক্ষা দেয়, আমরা অনেকেই তা জানিনি।
জননী সুরক্ষা যোজনা এর নাম এটি মনে রেখো,
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় -
সরকার দেয় ১০০০ টাকা, শুনে শেখো।
১৯ বছরে গর্ভবতী হবে
সাবসেন্টারে গিয়ে নাম লেখাতে হবে।
মা ও শিশুর সুরক্ষা কার্ড সঙ্গে সঙ্গে দেবে।
টাকা পেতে হলে এই কার্ড সহ
নিয়মমত ৩ বার চেক আপ করে নেবে,
সঙ্গে আছে গর্ভবতী মায়েদের যাতায়াতের ব্যবস্থা মাতৃযান।
এই জননী সুরক্ষার এটি হল এক মস্ত অবদান।
SC, ST এবং BPL কার্ডধারীদের দুটি জীবিত থাকে যদি
সন্তান তাদের জন্য এই সুবিধা, দারিদ্র যাদের নিত্য সঙ্গী,
অভাব সদাই ঘরে ঘরে তাদের তো ভাই
সুস্বাস্থ্য গড়তে হবে সচেতনতার জোরে।
কুসংস্কার এসো সবাই দূর করি ভাই আজ গড়তে হবে
সুভাবনা যুক্ত সুস্থ সবল সমাজ।
সঠিক জেনে, সঠিক পড়ে সরকারী সংযোগ
স্বাস্থ্য পরিষেবা আদায় করে সারাতে হবে রোগ।
চলো সবাই হাসপাতাল দেখবো পরিষেবার হালচাল।
রোগমুক্ত সমাজ গড়ে দূরকরব অজ্ঞতা, অশিক্ষার জঞ্জাল।

নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
গ্রাম : খাসখামার, পোষ্ট : রামেশ্বরনগর
থানা : বাউড়িয়া, জেলা : হাওড়া
পিন - ৭১১ ৩১০
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩-২৬৯১ ৭৩৮২
ই-মেল : nskk1979@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.noskk.org

মুর্শিদাবাদ জেলা অফিস : ১) দক্ষিণ সুদর্শনগঞ্জ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
২) নিউ ডাকবাঙলো মোড়, পাকুড় রোড রতনপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর দিনাজপুর জেলা অফিস : দেশবন্ধুপাড়া, (ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট), ইসলামপুর, উত্তরদিনাজপুর

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অফিস : বুনিয়াদপুর, (বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট), দক্ষিণদিনাজপুর